তারিখ ..12.MAY.2016... ...
পৃষ্ঠা ...২... ... কলাম ...৫... ......

যুগান্তর

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা

মার্কশিটও পাবে শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মার্কশিট দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলেই শিক্ষার্থীদের মার্কশিট দেয়া শুরু হবে। এটি দাখিল এবং আলিম পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। সিদ্ধান্তটি অনুমোদন হলে বুধবার প্রকাশিত ফলাফলে কৃতকার্যদের থেকে মার্কশিট দেয়া শুরু হবে। ২০০১ সাল থেকে মার্কশিটের পরিবর্তে ট্রান্সক্রিপ্ট (অনুলিপি) দেয়া হচ্ছে। ফলে

■ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

মার্কশিটও পাবে শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকরা তাদের সন্তানের বিষয়ভিত্তিক নম্বর দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান শিক্ষার্থীদের মার্কশিট দেয়ার প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি সোমবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলাপকালে যুগান্তরকে বলেন, এ ব্যাপারে আদালতের নির্দেশনা আছে। সে অনুযায়ী চাইলে আমরা শিক্ষার্থীকে মার্কশিট দিতে বাধ্য। এ কারণে আমরা মনে করি, আসলে সুযোগ থাকলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক মার্কস জানতে চাইবেন। এ কারণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই আমরা মার্কশিট দিয়ে দিতে চাই। এ প্রস্তাবনাই অনুমোদনের জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২৮ এপ্রিল বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম 'আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি'র পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মার্কশিট দেয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়। ওই প্রস্তাবনায় আদালতের রায়ের নির্দেশনা উল্লেখ করা আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা মার্কশিট দেয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক সামনে রেখে আগাচ্ছেন। একটি হচ্ছে, বিদ্যমান গ্রেডিং ট্রান্সক্রিপ্টের পাশাপাশি নম্বর উল্লেখ করে দেয়া। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এ রীতি চালু আছে। পরীক্ষা শেষে যে ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করা হয়, সেখানেই নম্বর উল্লেখ করা থাকবে। এর বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে আছে বিষয়ভিত্তিক নম্বরগুলো বা মার্কশিট প্রত্যেক বোর্ডের ওয়েবসাইটে একটি স্থানে দেয়া থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা চাইলে সেখান থেকে জেনে নেবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান সোমবার যুগান্তরকে বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের মার্কস জানানোসংক্রান্ত আন্তঃবোর্ডের একটি প্রস্তাবনা আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।' শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০১ সালের ১২ মার্চ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সব বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট (জিপি) জানানোর সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। এ প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারি আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ যুগান্তরকে বলেন, ২০১১ সালের ২১ এপ্রিল একটি মামলায় উচ্চ আদালত রায় দেন। আমরা সেই রায় বাস্তবায়ন করেছি। তবে ওই মামলার রায় ২১ এপ্রিলের আগের কোনো পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এ রায়ের ফলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে ভবিষ্যতে কোনো এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী মার্কশিট চাইলে তাকে তা দিতে হবে। এমন পরিস্থিতির কারণে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সবার ক্ষেত্রে এটা বহাল রাখা যায় কিনা, তা ভাবছে।